www.banglainternet.com

Munier Chowdhury

Military

play

From - Palashi Barrack O Anyanya (1969)

মিলিটারী

চরিত্র ঃ

মেয়ে

তরুণ

ওস্তাদ

পাগলা

মিলিটারী দুজন

[অন্ধকার রাত। বদ্ধ গলি। গলির খোলা মুখ মঞ্চের ডান দিকে। বাঁ দিকের শেষ একটি বাড়ীর সদর দরজায়। দরজার সামনে এক ফালি খোলা বারান্দা, চওড়া নয় কিন্তু রাস্তা থেকে কিছু উঁচু। মঞ্চের পেছনটা গলির ওপার, এক সারি ঘরবাড়ীর আভাস দেয়া। গলির এপারে দর্শক।

মঞ্চের দুধারে ঢেউটিনের দুটো বড়ো ডাস্টবিন। ডান ধারের ডাস্টবিন ঘেঁষে একটা ল্যাম্পপোস্ট। তার আলোটা না থাকার মতো। আলোহীন মঞ্চ। নীরব। স্তব্ধ। সামনে বাস্কেট ঝোলানো একটি সাইকেল চড়ে অত্যন্ত বেগে সিগারেট মুখে এক তরুণ প্রবেশ করে। সাইকেলটা বারান্দায় ঠেকিয়ে রেখে লোকটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি ভাবে। সাইকেলের আলোটা নিবিয়ে দেয়। প্রায় আস্ত সিগারেটটাই না নিবিয়ে ছুঁড়ে মারে ডাস্টবিনের মধ্যে। সাইকেলের ঘণ্টাটা বিশেষভাবে বাজায়। তারপর বারান্দার অন্ধকারে নিজেকে বিলীন করে দেয় যেনো।

ভেতর থেকে সন্তর্পণে কে দরজা খুলতেই এক ঝলক আলো ছিটকে পড়ে গলির বুকে। একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ায়। ভয় পাওয়া-না-পাওয়ার মধ্য-সীমানায় গলা রেখে অন্ধকারে স্থিরদৃষ্টি মেলে ধরে। মেয়েটি কথা বলে।]

মেয়ে : কে ? ওখানে কে ?

তরুণ : আমি।

মেয়ে : তুমি ? কি ভয়ই পেয়েছিলাম।

[অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে সারা মুখে আলো মেখে মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়ায়।]

banglainternet.com

তরুণ : তোমার চোখে, মুখে, গলায়—তোমার দাঁড়াবার আঁকি-বুকি রেখামালার কোন খানে, ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।

মেয়ে : কিসের চিহ্ন ছিল।

তরুণ : লোভের (গর্বের) গ্রাসের।

মেয়ে : তোমার সঙ্গে উদ্ভট কথার পাল্লা দিয়ে জিতবো, এত জ্ঞানবুদ্ধি আমার নেই। দোহাই তোমার, আমার বুকের কাঁপুনি এখনো থামেনি। ছুটো সোজা কথার জবাব দেবে ?

তরুণ : এত সহজে আর সাগ্রহে তুমি হার মেনে নাও যে, যখন ষোল আনা জিতবে তখনও আমি তা টের পাবো না।

মেয়ে : ক্ষতি কি ? ও কথা থাক। আমি সত্যি ভয় পেয়েছি। এখানে এসময় তুমি এলে কি করে ?

তরুণ : দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে।

মেয়ে : জবাবের ছিরি দেখ। তাই বলে এত রাতে ? কারফিউর মধ্যে ? দাঙ্গাকে ভয় পাওনা মানলাম—কিন্তু তাই বলে মিলিটারীকে ? শহর শুনেছি এখন মিলিটারীর হাতে। কারফিউর পর রাস্তায় কাউকে নড়তে চড়তে দেখলে ওরা নাকি সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোড়ে।

তরুণ : হবে হয়তো। এখন পর্যন্ত আমার গায়ে একটাও লাগে নি।

মেয়ে : কি অলক্ষুণে কথা। তুমি ছেলে মানুষ নও। এসব পাগলামো তোমাকে শোভা পায় না

তরুণ : আমি মনে প্রাণে সত্যিকারে পাগল হতে জানি না, বরাবর এই অভিযোগই তোমার কাছ থেকে শুনে আসছি। হঠাৎ সুর বদলালে কেন ? ভয় পেলে নাকি ?

মেয়ে : আমি ? কি দেখে বুঝলে ?

তরুণ : তোমার কপালের ঘাম। তোমার হাতের দোমড়ানো আঁচল।

মেয়ে : খুব সাহসী হয়েছো।

তরুণ : দেখে খুশী হও। দিনের আলোতে দশজনের মাঝখানে যে আমি শুধু কথার ফুলঝুরি—বিশ্বেস কর শমি—এই মুহূর্তে, এই ঘোর অন্ধকারে, নির্জন নিষিদ্ধ রাতে আমি অন্য মানুষ। আমি ভীরু নই। তুমি সাহস করে আমাকে ডেকে ঘরে ভেতরে এসে বসতে বলো।

মেয়ে : না। সব মিথ্যে কথা।

তরুণ : এই কারফিউ, কালো অন্ধকার, মিলিটারী টহল—এগুলো মিথ্যে কথা ?

মেয়ে : কতক্ষণের জন্য সত্য ? সকাল বেলা যখন এর কোন ঠাঁই থাকবে না, তখন তুমি তুমিই থাকবে। কাজের কথার মানুষ বনে যাবে। তোমার নিজের লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নিরাপদ উচ্চচিন্তায় তোমার ভেতরটা গম্‌গম্ করতে থাকবে। তোমার উন্নতির সোপান, তোমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিদের কাল্পনিক ভ্রূকুটিতে সন্ত্রস্ত হয়ে তখন কি তুমি আমাকে আছাড়ে মেরে ফেলবে না ? তুমি চলে যাও এখান থেকে।

তরুণ : তুমি অবুঝ। আমি চললাম।

মেয়ে : সেকি ? এই কারফিউয়ের মধ্যে কি করে যাবে ?

তরুণ : যেমন করে এসেছি।

মেয়ে : কেন এলে ?

তরুণ : তোমাকে বলতে।

মেয়ে : কি বলতে ?

banglainternet.com

তরুণ : তুমি আলোতে। আমি অন্ধকারে। এতদূর দাঁড়িয়ে সে কথা বললে তুমি বুঝতে পারবে না।

মেয়ে : বুঝতে চাই না। তোমার আমার সমাজ আলাদা, জগৎ আলাদা ; স্বভাব, প্রবণতা সব আলাদা এসব কথা আমি কেন বুঝতে চাইব ? ধীরে সুস্থে এগুনো দরকার, অপেক্ষা করা উচিৎ, নইলে কারো মঙ্গল নেই ! আমার বাবা আত্মহত্যা করতে পারেন ! তোমার চাকরী খোয়া যেতে পারে ! এত কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে আমি কি করবো, বলতে পারো ?

তরুণ : আরেকটু আস্তে কথা বলো। শান্ত হও। আমাকে ভিতরে এসে বসতে দাও, লক্ষ্মীটি। চারিদিকের আবহাওটা আমার ভালো ঠেকছে না। কিছু অঘটন ঘটা অসম্ভব নয়।

মেয়ে : আমি পরোয়া করি না।

তরুণ : দূরে একটা ট্রাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়।

মেয়ে : কে চায় নিরাপত্তা। আমার বয়স হয়েছে। আমি কচি খুকী নই। আমি পড়ালেখা শিখেছি। দরকার হলে খেটে খেতে পারবো। আমি ঘর সংসার চাই, তোমাকে চাই ! এর ছাড়া আমার কোন সমাজ নেই, ধন নেই, এ তুমি জানো।

তরুণ : এ তোমাকে বলতে হবে কেন ?

মেয়ে : যা বলার তুমি তা কেন বলতে পারলে না।

তরুণ : বলবো বলেই তো এসেছি। শান্ত হয়ে ভেতরে চলো। দেরী করো না।

মেয়ে : কেন বলতে পারলে না, শমি, তুমি বেরিয়ে এসো।

তরুণ : এতো রাতে ? এই কারফিউর মধ্যে ? এই দাঙ্গার হাঙ্গামায় ?

মেয়ে : তুমি একবার ডাক দিয়ে পরখ করে দেখলে না কেন ?

তরুণ : শমি।

মেয়ে : চুপ। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ছুটে এসো। মনে হচ্ছে যেন ট্রাকটা এদিকেই আসছে।

তরুণ : আমাকে ডাকছ ?

মেয়ে : আহ্ ! পাগল হলে নাকি ? তাড়াতাড়ি ছুটে এসো। শুনবো, শুনবো, তোমার কথা এসো।

[তরুণ ঘরের মধ্যে ঢুকবে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হবে গলি অন্ধকার করে। বাইরে মিলিটারী ট্রাকের ভারী সচল ইঞ্জিন সজোরে থর থর করে কাঁপবে। মনে হবে যেন গলির মুখের বড় রাস্তায় ট্রাকটা একবার থামল। আবার চলতে শুরু করলো। ইঞ্জিনের শব্দ দূরে বিলীন হয়ে যাবে। মঞ্চে স্তব্ধতা। তারপর—ডানদিকের ডাস্টবিনটার ভেতর থেকে প্রথমে এক জোড়া হাত, পরে মাথা, বুক ক্রমশঃ উঁচু হয়ে একটা আস্ত মানুষ প্রকাশিত হল। চুলে জট, মুখ ভরা দাড়ি, নাঙ্গা শরীর। বলবান লোক, কিন্তু বোবা। চলনে চাহনিতে পাগল—ফকির—ভিক্ষুকের আদল।]

লোক : (বাঁ ধারের ডাস্টবিনকে লক্ষ্য করে।) পাগলা, ঘুমাস নাকি ?

[বাঁ ধারের ডাস্টবিনের মধ্যে একটা দেশলাই জ্বলে উঠে। একটা কাশির শব্দ। একরাশ ধুঁয়ো। পাগল ভেতর থেকে উঠে দাঁড়ায়, মুখে জলন্ত সিগারেট। রোগা পাতলা গড়ন। ছেঁড়া কাপড়। হাসিখুশী মুখ।]

পাগলা : এত বিজর বিজর করলে ঘুমায় ক্যামনে ? ওয়াগো কথা তুমি হুনছো ওস্তাদ ?

করে। ঘর থেকে তরুণও বেরিয়ে আসে। মেয়েটি ঘুরে তার দিকে সরাসরি তাকায়। তারপর আবেগে কাঁপা গলায়—]

মেয়ে : আর এক মুহূর্ত দেরী না করে তুমি চলে যাও।

তরুণ : এইতো ভাল ভাবে সব শুনেছিলে, হঠাৎ বিগড়ে গেলে কেন ?

মেয়ে : যেতে আর দেরী করলে আমি চীৎকার করে লোকজন জাগিয়ে তুলবো।

তরুণ : বেশ। একটু সময় দাও। মনে হল যেন এখনি এখানে কাদের গলা শুনেছি।

মেয়ে : সেকি ? কোথায় ? তুমি আমাকে মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছ।

তরুণ : ভয় নেই। আমি দেরী করবো না।

মেয়ে : প্রথমে কেন এতো সাহসের ভান করলে ? কেন মিছে-মিছি আমাকে জাগালে ? কেন বঞ্চনা করলে ?

তরুণ : এ তুমি কি বকছ ?

মেয়ে : আমি ভেবেছিলাম এই রাত, কারফিউ, দাঙ্গার রক্তস্রোত, এই মিলিটারী টহল, সব মিলে সত্যি বুঝি তুমি পাগল হয়ে গেছ। আমাকে ছিনিয়ে নিতে ছুটে এসেছো !

তরুণ : এসেছিলাম।

মেয়ে : মিথ্যুক। তুমি স্টেশনে গিয়ে আগে সংবাদ নিয়ে এসেছো যে, বাবার আজ নাইট ডিউটি। ফিরবেন কারফিউর পর। পিসীমা দেশে। মন্টু তোমার ভক্ত। আমি দাসী। তাই এসেছো নির্ভয়ে নিষ্পাপ প্রেমকাব্য শোনাতে। নিজের মনোবিলাসকে তুষ্ট করতে। যা ভুলে যাবার চেষ্টায় আমার রক্তমাংস কাদাকাদা হয়ে

গেল সেখানে তুমি কেন মিথ্যে করে স্বপ্নের ফুল ফোটাতে চাইলে। তুমি বঞ্চক। তুমি নিষ্ঠুর। যাও। দূর হও।

তরুণ : (সাইকেলে হাত রেখে।) তোমার সঙ্গে এখন কথা বলা বৃথা। তোমার বাবা আজ বাড়ী থাকলেও আমি আসতাম, না এসে থাকতে পারতাম না। ছুরি, গুলি, চাকরী—সব কিছু তুচ্ছ করে তোমার কাছে ছুটে আসবার মতো মহামুহূর্ত খুঁজে পেয়েছিলাম আজ রাতে। একটা তুচ্ছ আকস্মিক যোগাযোগের কারণে তুমি সে দুর্লভ মুহূর্তের অবমাননা করলে, শমি। দাঙ্গার প্রকোপ যদি কম থাকে, কাল আসব। আসি।

মেয়ে : বিশ্বেস করি না। কেন বিশ্বেস করবো ? কোন প্রমাণে ? তুমি তুমিই। আমি তোমাকে জানি। তুমি চলে যাও। যেমন করে বাবা তোমাকে বলেছিল, তেমন করেই বলছি—কোনদিন, কোন দিন তুমি এ বাড়ীতে আসবে না। আমি চাই না। চাই না। চাই না।

[তরুণ সাইকেলে উধাও। তরুণী ডুকরে কেঁদে উঠে দরজা বন্ধ করে দেয়। গলির খোলা মুখ দিয়ে সন্তর্পণে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকবে ওস্তাদ এবং পাগল। কেরোসিন-টিন বয়ে আনে পাগল।]

পাগলা : (ডান ধারের ডাস্টবিনের আড়ালে তেলের টিন রেখে নিজের বাঁ দিকের ডাস্টবিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।)
মিঞা চইলা গেল, না ? ফালাইয়া চইলা গেল ?

ওস্তাদ : শালা তোর কি ? জলদি জলদি কাম সার। ট্রাকটা ঘুইরা এই দিক আইতে আর দেরী নাই। (ঝুঁকে পড়ে টিনের মুখ কি দিয়ে যেন চাপ দেয়।)

পাগলা : (চমকে) ওস্তাদ !

banglainternet.com

তরুণ : ওহ্! কেবল আমিই নিরাপত্তার দাস, অপ্রেমিক! তুমি কি, শমি?

মেয়ে : কল্যাণী। দেখি তোমার কারফিউ পাসটা। আমার হাতে দাও। এইটুকু পথের মধ্যে কোন রকম ভুলের মাশুল দিতে আমি রাজী নই।

[তরুণ হাতে পাস তুলে দেয়।]

তরুণ : তুমি কি করে জানলে যে আমার কারফিউ পাস আছে?

মেয়ে : মেয়েরা জানে। সব জানে। তুমি প্রেমিক না হলেও সাংবাদিক, নাইট ডিউটির পর পাস না নিয়ে তুমি বাড়ী ফিরবে—একথা ভাবতে যাবো কেন? তাছাড়া তুমি কত বড় বীর, সেত আমার অজানা নয়। হাতটা শক্ত করে ধরো। তাড়াতাড়ি চলো।

[এক হাতে সাইকেল, অন্য হাতে তন্বীর হাত। উভয়ের প্রস্থান। শূন্য মঞ্চের ডানদিক থেকে উদিত হবে ওস্তাদ।]

ওস্তাদ : পাগলা, ঘুমাস নাকি?

পাগলা : (ভেতরে থেকে) পাগল হইছ, ওস্তাদ?'

ওস্তাদ : তাড়াতাড়ি উইঠা আয়।

পাগলা : (ভেতরে থেকে) আর দুগা মুখে দিয়া লই। জবর চিজ।

ওস্তাদ : হারামী কয় কি?' জব জব কইরা কি চিবাস তুই?

পাগলা : (ডাস্টবিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাতের প্যাকেট তুলে ধরে।) দুগা তুমিও খাও। জবর চিজ। এ্যাংরাজীতে চকোলেট কয়। খুব ভালো জিনিস। সাইকেলের বাস্কেটে থন তুইলা ভিতরে ফালাইয়া রাখছিলাম।

ওস্তাদ : ফালাইয়া রাখ। এখন কাম কর।

পাগলা : তুমি বুঝি এখন মিঠা কিচ্ছু খাইবা না? বুঝছি। চল, কাম করি।

ওস্তাদ : আইজ সব বরবাদ হইয়া যায় বুঝি। এত বাধা পড়লে কাম করন যায়?' ল, দেশলাই ঠিক কইরা ল। আমি দোকানের তিন মুড়া তাল ঢাইলা বাইর অইয়া চইলা যামু। তুই লগে লগে আগুন লাগাইয়া কাইটা পড়বি। হুনছস্।

পাগলা : ওস্তাদ আগুন দিমু ক্যামনে, ম্যাচবাত্তি আছে?

ওস্তাদ : হারামজাদা কয় কি! আমি বিড়ি সিগারেট খাই যে ম্যাচবাত্তি লইয়া ফিরমু।' তোরটা কি হইল?

পাগলা : অউগা কাঠি ছিল। তখন সিগারেট ধরাইলাম যে!

[ওস্তাদ মাথা চাপড়ে ডাস্টবিনের মধ্যে বসে পড়ে।]

চিন্তা কইরো না। তুমি তেল ঢালো, আমি ম্যাচলাই লইয়া আইলাম বইলা। [প্রস্থান।]

ওস্তাদ : (লাফিয়ে খাড়া হয়।) পাগলা সব ডুবাইব। কই যাইতে কই যায়, কে জানে? ঐ দেখি আবার ট্রাকের আওয়াজ! পাগলা খাড়া। আমি আই। (প্রস্থান।)

[দূরাগত মিলিটারী ট্রাকের শব্দ নিকটবর্তী হয়। ঠিক গলির মুখে থামল মনে হয়। একজোড়া টর্চ চোখ ধাঁধানো আলো ফেলে বন্ধ গলিতে। মিলিটারী পোশাকে দুজন লোক প্রবেশ করে। এদিক ওদিক দেখে। তেলের টিনটা নজরে পড়ে। তুলে নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে রাস্তার নাম ঠিকানা নোট বইতে টুকে নেয়। বিরতি। স্তব্ধতা। পা টিপে টিপে ওস্তাদ আর পাগলা আবার প্রবেশ করে। বুঝলো তেলের টিন কারা গায়েব করেছে। কপালে করাঘাত করে বাণী উচ্চারণ—]

ওস্তাদ : শালারা কওমের খেদমত করবার দিল না!

banglainternet.com

for more books of Munier Chowdhury, visit www.banglainternet.com